36793 - বতিরিরে নামায আদায়ে অবহলো করার বধিান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: বতিরিরে না পড়ার বধিান কী? বতিরিরে নামায আদায় না করলে কী হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জমহুর আলমেরে মত, বতিরি (বজেোড়) নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা (তাগদিপূর্ণ সুন্নত)। কোন কোন ফকিাহবদি আলমেরে মত, বতিরি নামাযকে ওয়াজবি।

বতিরি নামায ওয়াজবি না হওয়ার পক্ষে দললি হচ্ছে সহহি বুখারী (১৮৯১) ও সহহি মুসলমি (১১) এর হাদসি: তালহা বনি উবাইদুল্লাহ্ (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ আমার উপর কী কী নামায ফরয করছেনে আমাকে তা অবহতি করুন। তখন তনিি বললনে: "পাঁচ ওয়াক্ত নামায; তবে আপনি কোন নফল নামায আদায় করতে চাইলে সটো আলাদা" আর সহহি মুসলমিরে ভাষ্যে এসছে "দনৈকি পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে বলল: আমার উপর এগুলো ছাড়া আর কছিু আছ? তনিি বললনে: না। তবে, আপনি নফল আদায় করতে পারনে"।

ইমাম নববী বলনে:

এই হাদসিে প্রমাণ রয়ছেে য, বতিরি নামায ওয়াজবি নয়।[সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলনে:

এই হাদসিে প্রমাণ রয়ছেে য, দনৈকি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া আর কোন নামায ওয়াজবি নয়; এর বপিরীতে কউে কউে বতিরি নামাযকে ও ফজররে দুই রাকাত সুন্নতকে ওয়াজবি বলছেনে।[সমাপ্ত]

তবে তা সত্ত্বওে এ নামায সবচয়েে তাগদিপূর্ণ সুন্নত নামায। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধকি হাদসিে এ নামায আদায় করার নর্দিশে দয়িছেনে।

সহহি মুসলমিে (৭৫৪) এসছে, আবু সাঈদ (রাঃ) থকেে বর্ণতি য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "তোমরা

ভোর হওয়ার আগে বিতির নামায আদায় কর”

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে এসছে- আলী (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “ওহে আহলে কুরআন, তোমেরা বতিরি (বজেোড়) নামায আদায় কর। কারণ নশ্চিয় আল্লাহ্ হচ্ছনে- বজেোড়। তনিি বজেোড়কে পছন্দ করনে”।[আলবানী ‘সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে’ হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

তাই নজি গৃহে অবস্থানকালে কংিবা সফরে থাকাকালওে এ নামায নয়িমতি আদায় করা উচতি; যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদায় করতনে। সহহি বুখারী (১০০০) ও সহহি মুসলমিে (৭০০) ইবনে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে যে, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে অবস্থায় বাহনরে পঠিে ইশারা করে রাত্রকিালীন নামায আদায় করতনে; বাহন যইে দকিে মুখ করে চলুক না কনে। তবে, ফরয নামায ছাড়া। আর তনিি বাহনরে পঠিইে বতিরি নামায আদায় করতনে”।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে:

“বতিরিরে নামায ওয়াজবি নয়। এটি মালকে ও শাফয়েরি অভমিত। আবু হানফিা বলছেনে: ওয়াজবি”। এরপর তনিি বলনে: আহমাদ বলছেনে: যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বতিরিরে নামায পড়ে না সে একজন খারাপ লোক। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচতি নয়। এ বষিয়ে অনকে হাদসি বর্ণতি হওয়ার কারণে তনিি এর উপর জোর তাগদি দতিে ও উদ্বুদ্ধ করতে চয়েছেনে”।[মুগনি (১/৮২৭) পরমিার্জতি ও সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: বতিরিরে নামায কি ওয়াজবি? যে ব্যক্তি একদনি বতিরি নামায পড়ে অন্যদনি পড়ে না তাকে কি শাস্তি পতেে হবে?

জবাবে তাঁরা বলনে: বতিরিরে নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা। মুমনিরে উচতি এ নামায নয়িমতি আদায় করা। যে ব্যক্তি এ নামায একদনি আদায় করে, অন্যদনি আদায় করে না তাকে শাস্তি পতেে হবে না। কন্তিু, তাকে এ নামায নয়িমতি আদায় করার উপদশে দয়ো হবে। তাছাড়া বতিরি বা বজেোড় নামায ছুটে গলেে সে ব্যক্তি এর বদলে দনিরে বলোয় জোড় নামায আদায় করে নতিে পারনে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে করতনে। যমেনটি আয়শো (রাঃ) থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে যে, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঘুমরে কারণে কংিবা রোগরে কারণে রাতরে নামায আদায় করতে না পারতনে তাহলে তনিি দনিরে বলোয় ১২ রাকাত নামায আদায় করতনে।[সহহি মুসলমি] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধকিাংশ সময় রাতরে নামায ১১ রাকাত আদায় করতনে। প্রত্যকে দুই রাকাতে সালাম ফরিাতনে। এবং এক রাকাত বতিরি আদায় করতনে। যদি তনিি ঘুমরে কারণে কংিবা রোগরে কারণে এ নামায আদায় করতে না পারতনে তখন তনিি দনিরে বলোয় ১২ রাকাত নামায আদায় করতনে; যমেনটি আয়শো (রাঃ) উল্লখে করছেনে। এর ভত্তিতিে বলা যায় কোন ব্যক্তরি স্বভাব যদি হয় তনিি প্রতি রাতে ৫ রাকাত নামায আদায় করনে, কন্তিু কোনদনি ঘুমরে কারণে কংিবা অন্য কোন ব্যস্ততার কারণে আদায় করতে না পারনে তাহলে দনিরে বলো তার জন্য ৬ রাকাত নামায আদায় করার বধিান রয়ছেে। তনিি প্রত্যকে

দুই রাকাতে সালাম ফরিবনে। অনুরূপভাবে তার অভ্যাস যদি হয় ৩ রাকাত নামায আদায় করা তাহলে তনিি দুই সালামে ৪ রাকাত আদায় করবনে। যদি তার অভ্যাস হয় ৭ রাকাত আদায় করা তাহলে তনিি ৮ রাকাত আদায় করবনে; প্রত্যকে দুই রাকাতে সালাম ফরিবনে।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাহ্ আল-দায়মিা (৭/১৭২)]